প্রাণেশ্বর-নাটক।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত

প্রণীত।

শ্রীগিরিশচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে ----- ।"

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা।

কলিকাতা

সুচারু-যন্ত্রে শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস এণ্ড কোং কর্ত্তৃক
বাহির মৃজাপুর ১৩ সংখ্যক ভবনে মুদ্রিত।

১২৭০।—১৮৬৩।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মিত্র

পিতৃব্যশ্রেয়-বরেষু।

আর্য্য,—আমার প্রতি বাল্যকালাবধি আপনি যেরূপ স্নেহ করেন, তাহা আমি বিলক্ষণরূপে অবগত আছি, এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে। তজ্জন্য বঙ্গভাষার প্রতি আপনার অনুরাগ দর্শনে ভবদীয় সন্তোষ সাধনের অবকাশ বিবেচনা করিয়া এই নাটক খানি রচনা করিয়াছি। ইহার রচনা কালে দেশহিতাদি সাধনের কোন মঙ্গলময় উদ্দেশ্য আমার ছিল না, সামান্য স্বভাবাবলম্বন করিয়া আপনাকে তুষ্ট করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এক্ষণে ইহা সম্পূর্ণ করিয়া আপনকার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম; পাঠ করিয়া যদি কিছুমাত্রও আনন্দ লাভ করেন, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। আমি ইহা মুদ্রিত করিতে দিতাম না, তবে কেবল আপনার কৃপা ও পণ্ডিতমণ্ডলীর ক্ষমা গুণের উপর নির্ভর করিয়া সম্মত হইয়াছি। আমার এ অল্পময় রচনা সুধীগণ সন্নিধানে আদরণীয় হওনের ইচ্ছা প্রাংশুজন-লভ্য ফলে বামনের লোভের তুল্য।

ভবদীয় স্নেহাস্পদ শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

প্রাণেশ্বর ·· বঙ্গদেশাধিপতি।

দলপতিসিংহ ·· ভোটদেশাধিপতি।

যৌবনাশ্ব ·· বঙ্গেশ্বরের মিত্র।

বলভদ্র ·· ভোটরাজের মন্ত্রী।

কালাচাঁদ ·· বলভদ্রের পুত্র।

চূতমুখ ·· বিদূষক।

শান্তশীল ·· বঙ্গেশ্বরের মন্ত্রী।

কৃষ্ণহরি }
ধর্ম্মদাস } ·· বঙ্গেশ্বরের ভৃত্য।

গুরুদাস ·· বঙ্গেশ্বরের দ্বারপাল।

সৌদামিনী ·· ভোটরাজের কন্যা।

কুসুম-মালিকা }
দুর্ব্বিনীতা } ·· সৌদামিনীর সখী।
কাঞ্চন-মালা }

ভোটেশ্বরের দূত প্রভৃতি।

প্রাণেশ্বর-নাটক।

(নটী ও সূত্রধারের প্রবেশ।)

সূত্রধার।—আইল ঋতু-রাজন। বিশ্ব-প্রণয়-ভাজন॥
কানন নব শোভিত। কোকিল-কুল কূজিত॥
ভৃঙ্গ মধুর তান রে। গুঞ্জরি করে গান রে॥
আইল মধুমাস রে। ধাইল মধু বাসরে॥
নানা কুসুম বাগ রে। যোজিল দিয়ে দাগ রে॥
ছাড়িল ভব শাসিতে। বাজিল নব নাদেতে॥
নাচিল সুখখঞ্জন। পক্ষী মানসরঞ্জন॥
উত্থিত জলশীকরে। মন্দ পবন ধীর রে॥
শৈত্য গুণেতে সুন্দর। আইল দেখ সত্বর॥
মন্দ মরুত বাহনে। মানস সুখ সাধনে॥
ফুল্ল কুসুম হাসিল। গন্ধ মধুর ছাড়িল॥
সুন্দর হেন কালেতে। সভ্যসমাজ মাঝেতে॥
বারেক প্রিয় নায়িকা। গাওত নব নাটিকা॥
সভ্য সকল মানস। রঞ্জনে কর সাহস॥

(আড়ানা বাহার, তাল জলদ্ তেতালা।)

নটী—আমি অভাজন।
কেমনে তুষিব মন পারিষদগণ।
অবলা অবোধ বালা, নাহি জানি কোন কলা,
লোকলাজ ভয় করি, অভিনয়ে দিতে মন।
রাগ-রঙ্গ-তাল-মানে, সুধীগণ সন্নিধানে,
গাইতে মধুর তানে, আমি কি পারি কখন।
নব রস রয়ে বশে, রসিকে ভুলাতে রসে,
অধীনী কোন সাহসে, করে রস আলাপন।
আপনার সাধ্য যাহা, প্রকাশিতে পারি তাহা,
এই মনে করি ভয়, পাছে দোষে বুধজন॥

সূত্র—প্রিয়ে পণ্ডিতগণের এরূপ স্বভাব নহে। তাঁহারা দোষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণ-ভাগ গ্রহণ করেন।

নটী—আর্য্য, তবে আজ্ঞা করুন, কোন নিয়োগের অনুষ্ঠান করিব।

সূত্র—প্রিয়ে, অদ্য প্রাণনাথ-বিরচিত প্রাণেশ্বর নামধেয় নাটকের অভিনয় কর। বিলম্ব করিও না, বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইয়াছে।

নটী—হাঁ নাথ, আমার অন্তর ঐ ভোটরাজ-কন্যা সৌদামিনীর ন্যায় বসন্তের শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়াছে

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা সমাপ্ত

প্রথমাঙ্ক।

প্রথমসন্ধি।

(প্রমোদবনে সৌদামিনী ও কালাচাঁদের প্রবেশ।)

সৌদা—(সমন্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! ঋতুরাজের আগমনে বৃক্ষ সকল কি মনোহর হইয়াছে! বনস্থলী যেন বিহারের বেশ ধরিয়াছে!

কালা—(মৃদুস্বরে) ইহা বঙ্গেশ্বরের অন্তঃপুরস্থ প্রিয় কানন এ স্থানে তিনি সর্ব্বদাই আসেন, অতএব অধিক উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবেন না।

সৌদা—(সসম্ভ্রমে) মন্ত্রিপুত্র, তুমি আমাকে এ স্থানে তবে কেন আনিলে? ভূপতি আইলে কি মনে করিবেন? (ক্ষণকাল পরে সক্রোধে) আমি এখানে আর থাকিব না। অদ্যই পিতাকে তোমার এ গর্হিত আচরণের কথা জানাইতে কুসুম-মালিকাকে প্রেরণ করিব।

কালা—আপনি এত কোপ প্রকাশ করেন কেন, আমি আপনাকে অত্যন্ত অসুস্থ মনা দেখিয়া এ স্থানে আনিয়াছি;—যদি এ সুরম্য কাননের শোভা সন্দর্শনে কিঞ্চিৎ স্থির হয়েন। ইহাতে অপরাধ হইয়া থাকে, আপনি যথাবিধি দণ্ডবিধান করুন, মহারাজকে জানাইবার আবশ্যক কি।

সৌদা—তোমার কি এ বোধ নাই, যে রাজা আইলে আমাকে অজ্ঞাত-কুল বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন।

কালা—ঠাকুরাণি, রাজা এ সময়েতো আসেন না। অতএব, আপনার সে চিন্তা করা

অনর্থক। স্বচ্ছন্দে নির্ম্মল প্রভাত বায়ু-সেবন ও বীণা-বাদ্য করিয়া মন শান্ত করুন। (এক দিকে চাহিয়া) এই যে কাঞ্চন-মালা আসিতেছে।

(বীণাহস্তে কাঞ্চন-মালার প্রবেশ।)

বীণাও আনিতেছে। তবে আপনি এক্ষণে এই বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম করুন, কোন চিন্তা করিবেন না।

(কাঞ্চন-মালার নিকটে আগমন।)

(কাঞ্চন-মালার প্রতি মৃদুস্বরে) দেখ, নাম ধামের কোন কথা যেন রাজা শুনেন না। প্রথমেই তাহা অবগত হইলে অনু-রাগের প্রবলতা না হইতে পারে। (সৌদা-মিনীর প্রতি) আমি চলিলাম। (প্রস্থা-নোদ্যম)

সৌদা—তুমি কোথায় যাইবে, আমি কি এ-খানে একলা থাকিব।

কালা—আমার একটী প্রয়োজন আছে, তাই যাইতেছি; সত্বরেই আসিব। আর কাঞ্চন-মালা আপনকার নিকটে রহিল।

সৌদা—তবে শীঘ্র আসিও, আমরা এখানে রহিলাম।

(কালাচাঁদের প্রস্থান।)

(সৌদামিনী ও সখীর বৃক্ষমূলে উপবেশন।)

সৌদা—সখি, বীণাটা দাও, গান করা যাক।
(বীণা গ্রহণ)

(বেহাগ। আড়া ঠেকা।)

বহিয়ে গেল রে মোর এ নব যৌবন।
না হইল পরিণয়, না চিনিনু প্রেম ধন।
উঠিল গগনে নিশি, জলজ বঁধু উড়িল,
ফুটিল রে কমলের কোমল বদন।
পঞ্চস্বরে ডাকে পিক, শোভাময় দশদিক,
ধরিল রে ধরাসতী বিবাহ-বসন।
অবলা সরলা নারী, কেমনে সহিতে পারি,
দহিল রে স্মরশরে হৃদয়-কানন।
বল দেখি সহচরি, কেমনে সে জনে বরি,
এ নব কানন আমি রাখি রে এখন।

কাঞ্চ—প্রিয়সখি তোমার কি মিষ্টি স্বর। এমন স্বরতো কখন শুনি নাই।

সৌদা—কেন ভাই।

কাঞ্চ—কেন ? তোমার গীতটী শুনে আমার মনটা বড় শীতল হয়েচে।

সৌদা—মিচে ব্যঙ্গ কর কেন, আমি ভাই নতুন শিক্‌চি, একবারেই ভাল হবে কেন।

কাঞ্চ—না ব্যঙ্গ কর্‌বো কেন। সত্যি তুমি ভাই অল্প দিনে যা শিকেচ, অন্যে পাঁচবছর শিক্‌লেও পারে না। আর ভাই তোমার গলা বড় সুন্দর। বীণের সঙ্গে একবারে যেন মিশিয়ে যায়।

সৌদা—সে ভাই তুমি আপনার জন বলেই ভাল বোধ কর, অন্যে তা করে না।

কাঞ্চ—না, আপনার জন বলে নয়। আচার্য্য মশাই এক দিন কতায় কতায় বলেছিলেন, তিনি তোমার মতন মিষ্টি গলা কারো দেখেন নি।

সৌদা—তা ভাই যা হোক্, এখন তোমরা তুষ্ট

হলেই আমার গাইতে শেকা সাত্তক হয়।

কাঞ্চ—(ঈষৎহাস্য করিয়া) না ভাই, একথা তোমার অন্যাই। আমরা তুষ্টু হলে তোমার কি হবে। বল যে বঙ্কেশ্বর তুষ্টু হলেই তোমার শ্রম সাত্তক হয়।

সৌদা—(বিষণ্ণ বদনে) সখি, আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কেন। (দীর্ঘনিশ্বাস)

কাঞ্চ—না ভাই সে কথায় কাজ নেই। এখন আর একটি গীত গাও; মনটা ঠাণ্ডা হক্

সৌদা—আর কি গীত গাইব; ভাল লাগে না

কাঞ্চ—যা হয় একটি গাও না; গাইলেই ভাল লাগবে।

সৌদা—নিতান্তই ছাড়্‌বে না; তবে একটা গাই।

(সিন্ধুভৈরবী। মধ্যমান।)

———আর বিঁধ না ফুলশর।
দুখিনীর এ হৃদয়, ধরি পঞ্চশর ॥
বিরহ-জ্বালায় দেহ সদা জ্বালাতন,
শর-পাত-ভয় তাতে করি না এমন।
তবে কি না হৃদে যাঁরে রেখেছি যতনে,
মরি ভয়ে সে পাছে হয় রে কাতর ॥

(গীতের শেষ না হইতেই রঙ্গভূমের অপর পার্শ্বে
রাজা প্রাণেশ্বর, চুম্ভমুখ ও যৌবনাস্যের প্রবেশ।)

প্রাণে—(কর্ণপাত করিয়া) আহা! কি মধুর গীত। সখা, এ স্থানে মোহন স্বরে কে গান করিতেছে? ইহা কোন কামিনী-কলিত তাহার সন্দেহ নাই।

চুম্ভ—হাঁ! এখানে আবার কামিনী কোথা! মহারাজের না কি কামিনীর দরকার, তাই যেখানে সেখানে কামিনী দেখেন।

প্রাণে—আরে থাম, গোল করিতে হবে না।

(পুনঃকর্ণ পাত)

চুম্ভ—(মন্দস্বরে) থেমেচি, দেখি কি চরিতার্থ হন, গীত আবার শুনবে কি?

প্রাণে—কৈ আর যে শোনা যায় না।

যৌবনাস্য—বুঝি শেষ হইল। আর একবার গাইলে উত্তমরূপে শোনা যায়।

চুম্ভ—(স্বগত) আরে এটাও যে দেকচি ঐ দল। (প্রকাশে) গীত আবার শুনবে কি?

প্রাণে—সখা, গীতটি কি সুললিত। একপ

মিষ্ট স্বর তো কখন শুনি নাই। শ্রবণা-রথি মনে কি হইতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। অন্তর সেই স্বর শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। সখা, চল কে গান ক-রিতেছিল, দেখি গে।

চূত—কেমন দেক্‌লেন! গীত শুনে কি চাট্টে হাত হলো, না পেট ভর্‌লো? উল্‌টে কি না মন্‌টা ব্যাকুল হচ্চে? আমি তো তক্ষুণি বলেছিলুম, যে গীত আবার শুন্‌বে কি।

প্রাণে—তোমার যে দেখি উদরই সর্ব্বস্ব। জগতের মধ্যে উদর বই কি কিছু জান না।

চূত—মহারাজ! পৃথিবীতে পেটি তো প্রধান সামগ্রী। পেটের জন্যে ভাব্‌তে কাকে না হয়?

প্রাণে—ও হে, তা বলি নাই, বলিতেছি, যে উদর পূরালেই কি সকল হয়, আর কোন সুখ নাই?

চূত—(হাস্য করিয়া) মহারাজ, উদর পোরা-নর চেয়ে আরকি সুখ আছে! আপনি যা

ইচ্ছা করেন, তাই খেতে পান, আর সর্ব্বদা উত্তম সামগ্রী খান, সুতরাং পেটের স্নুক আপনি বোজেন না। আমরা ভিক্ষুক, ভাতে ভাত খেয়ে থাকি, মাতা খুঁড়লে ভাল সামগ্রী পাইনে, তাই পেট্‌টাই আমাদের সর্ব্বস্ব। কখন ফলার পেলে আম্‌রা যে স্নুকে খাই, তা আপনি কিরূপে জানিবেন?

প্রাণে—ভাল তা কি গীত শুন্‌তে নাই। সুস্বর শুনিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

চূত—আমাদের অমন গীত শুন্‌তে ইচ্ছা হয় না। যাদের পেট জল্‌চে, তাদের গীত শুনে কি হবে? দুটা ফলারের কথা কোন যে শুনে তৃপ্তি হবে।

প্রাণে—ভাল, তা বলা যাবে, এক্ষণে চল কে গাইতেছিল দেখি গে।

চূত—তা আপনারা যান, আমি ফলারের চেষ্টা দেকি গে। (প্রস্থানোদ্যম)

যৌব—না হে না যেও না, ফলার রাজবাটীতেই পটিবে, অন্যত্র যেতে হবে না, এস দেখি গে।

চূত—ঠাট্টা কচ্চেন না, সত্যি !

প্রাণে—না হে ঠাট্টা নয়, সত্যি।

চূত—আঃ, বাঁচলুম্ এখন, তাই বল না, যাচ্ছি (সকলের গমনারম্ভ) (স্বগত) ভাল ফল্লারটা যোটান গেচে, হবে না কেন, শর্ম্মা ক্যামন। (সকলে কামিনীদ্বয়কে দর্শন।)

প্রাণে—(দেখিয়া মৃদুস্বরে) আহা! নেত্র সার্থক হইল। সখে, পরমেশ্বর এতাদৃশ মোহন স্বর উপযুক্ত পাত্রেই দিয়াছেন। এ প্রকার রূপতো কখন দেখি নাই। স্বর শুনিয়া যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, রূপ দেখিয়া তাহা হইতে অধিক হইলাম।

যৌব—বয়স্য সত্য কহিয়াছ, এ মধুর স্বর যোগ্য পাত্রেই পড়িয়াছে। কি চমৎকার রূপ, প্রতিমা বলিলেই হয়।

চূত—মহারাজতো ঠিক বলে ছিলেন, এই যে দুটোমাগী রয়েছে, এরাই গাচ্ছিল বটে।

সৌদা—সখি, আমিতো বলেছিলুম; ঐ দেখ বুঝি মহারাজ আসছেন; এখন কি করি।

কাঞ্চ—তা এলেনি বা—তোমার ভয় কি ?

সৌদা—(মৃদুস্বরে) সখি, প্রথমে যিনি আসচেন, বুঝি উনিই আমার জীবিতেশ্বর ; আহা ! যেন স্বয়ং কামদেব ! আমার অন্তর বড় চঞ্চল হয়েছে, অতএব এ স্থলে আর থাকা নয়। চল যাই।

কাঞ্চ—যাবেই তো, তবে একটু থেকে গেলে হয় না, রাজা না দেকতেই কি ভুলে যাবেন ? একটু থেকে ভাবটাই দেখ না।

সৌদা—আপনিই ভুলে গেলুম, তা আর্য্য পুত্রকে ভোলাব কি। উঁহার ভাব দেখিতে আমার সাহস হয় না। আর্য্যপুত্রের ভাবেই আমার সর্ব্বস্ব ! কি করিবেন, আমার ভয় হইতেছে।

(রাজার নিকটে গমন ও সৌদামিনীর ব্যস্ত ভাবে সখার হস্তে বীণাপ্রদান ও অধোবদনে অবস্থিতি)

প্রাণে—মন তুমি কি, কর। অজ্ঞাত-জনে এত আসক্ত কেন হইতেছ। (প্রকাশে)

আপনাদিগের মধ্যে কে মধুর স্বরে গান করিতেছিলেন?

সৌদা—(স্বগত) হে হৃদয়, স্থির হও। (উভয়ের প্রণাম)

প্রাণে—জগদীশ্বর তোমাদিগের মঙ্গল করুন (স্বগত) আমাকে প্রণাম করিল, তবে ব্রাহ্মণ-কন্যা হইতে পারে না।

শান্ত—মহারাজ, এই আমাদিগের প্রিয়সখী গান করিতেছিলেন।

(রাজা সৌদামিনীর প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত)।

সৌদা—(স্বগত) আর্য্যপুত্র কি মধুরভাষী, কে শ্রবণ, তুমি এত দিনে সার্থক হইলে! হে নয়ন! তুমি এখন এরূপ কেন হইলে? যাঁহাকে দেখিবার জন্যে ব্যাকুল হইয়াছিলে তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও কেন দেখিতে চাহ না। মন তুমি বড় নিষ্ঠুর, তুমি আর্য্যপুত্রের নিকটে থাকিতে দিলে না। (প্রকাশে মৃদুস্বরে) সখি, চল যাই, (স্বগত) কি করেই বা ছেড়ে যাই। দেখিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা করে না।

প্রাণে—(সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখীর গীতে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। উনি এখনি যাইবেন কোথা, আর কি গাইবেন না।

সৌদা—(স্বগত) নাথ, তুমি সন্তুষ্ট হলেই চরিতার্থ হই, আমার আর কিছু কাজ নাই। এত দিনে আমার গীত-শক্তিকে ধন্য বলিয়া মানিলাম।

কাঞ্চ—মহারাজ, সখী লজ্জার বশ হইয়াছেন, বোধ করি, আর গাইবেন না।

প্রাণে—কিঞ্চিৎকাল এই স্থানে থাকুন না।

সৌদা—(স্বগত) আর্য্যপুত্র শ্রীচরণে স্থান দিলে অধীনী যাবজ্জীবন থাকে।

কাঞ্চ—মহারাজ যদি সন্তুষ্ট হন, তবে প্রিয়-সখী কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়াই যাইবেন।

যৌব—সখি, তোমার নাম কি, আর তোমার প্রিয়সখী এ স্থানে কি নিমিত্তে আসিয়াছেন।

কাঞ্চ—মহাশয়, আমার নাম কাঞ্চনমালা, আমরা মহারাজের প্রমোদ-বন দেখিতে আসিয়া বিশ্রামার্থ এই স্থানে উপবেশন

পূর্ব্বক গান করিতেছিলাম, (রাজার প্রতি) বোধ করি, এজন্য মহারাজ কোন অপরাধ লইবেন না।

প্রাণে—ইহাতে আমি কি অপরাধ লইব, অপরাধের বিষয় তো কিছুই নাই। বরং আমরা তোমাদিগের নিকট অপরাধী হইয়াছি। এজন্য তোমার সখীর নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

কাঞ্চ— মহারাজ, বলেন কি, সখীর কাছে কি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা শোভা পায়?

সৌদা—(স্বগত) আহা কি মধুর আলাপ! আর্য্য পুত্র কি সরল! দাসীর প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন! হা নাথ! অধীনীর নিকট তোমার কি অপরাধ হইয়াছে?

প্রাণে—কাঞ্চনমালা তোমার সখীর বিবাহ হইয়াছে? (স্বগত) হে মন, এত অস্থির হইতেছ কেন?

কাঞ্চ—আজ্ঞা না, আমাদের সখীর বিবাহ হয় নাই।

প্রাণে—(স্বগত) হে হৃদয় স্থির হও।

সৌদা—(অধিক লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে) সখি, আর বিলম্ব করিও না, চল বেলা হইল।

কাঞ্চ—মহারাজ ! আমরা এক্ষণে বিদায় হই।

প্রাণে—তা তোমাদের ইচ্ছা, আমার আর নিবারণ করা হয় না।

কাঞ্চ—(সৌদামিনীর হস্ত ধরিয়া) সখি, তবে চল। (গমনারম্ভ)

সৌদা—(অর্দ্ধপথে) সখি রহ, পঞ্জর বড় পীড়া দিতেছে।

(পঞ্জরে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক রাজার প্রতি বক্র দৃষ্টি; রাজার সৌদামিনীকে ব্যগ্র ভাবে দর্শন।

প্রাণে—আহা, বুঝি তৃণাঙ্কুর সকল মৃগাক্ষীর চরণে পীড়া দিতেছে। দুরন্ত তৃণাঙ্কুরের এমন কোমলাঙ্গীকে পীড়া দিতেও মন হয়।

বীর—বয়স্য কি দেখিতেছ? একেবারে যে স্পন্দহীন হলে?

(সৌদামিনী ও কাঞ্চনমালার রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান)

প্রাণে—(না শুনিয়া স্বগত) হা নয়ন! দর্শনীয়
বস্তুই গিয়াছে, আর কি দেখিবে! রে প্রমোদ
বন, তোর শোভা কোথা গেল!

চূত—আর, মহারাজের চক্ষু স্থির হয়েছে।

যৌব—(রাজার হস্ত ধরিয়া) সখে কি দেখি-
তেছ? একেবারে যে হতজ্ঞান হলে দেখি!—

প্রাণে—(সচকিত হইয়া) আঁা কি বলিতেছ?

যৌব—কি দেখিতেছ, তাহাই জিজ্ঞাসা করি-
তেছি।

প্রাণে—এমন কিছু না; ঐ কামিনীটিকে দেখি-
তেছিলাম।

চূত—(জনান্তিকে) হাঁ উদিকে মুণ্ডু ঘুরে গেচে

প্রাণে—(স্বগত) আহা, কি অলৌকিক রূপ
বোধ হয়, বিধাতা আপনার নৈপুণ্য
দেখিতে এলাবণ্যরাশির সৃষ্টি করিয়াছেন।
লোকে কহে, রাজহংসের গমন চমৎকার
কিন্তু এই নিতম্বিনীর গমন দেখিলে সে

কথা ব্যঙ্গ বোধ হয়। (প্রকাশে) সখে, এ কামিনীর কিছু জান ?

যৌব—না বয়স্য, আমিতো কিছুই জানি না। আকার প্রকারে বোধ হয়, সামান্য লোকের কন্যা নহে।

চূত—বলি প্রকারটা কি ? এঁকে বেঁকে চলাকেই কি প্রকার বলে ?

যৌব—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) হাঁ হে হাঁ, তাহাকেই প্রকার বলে। (রাজার প্রতি) অনুমান করি, উনি কোন রাজকন্যা হইবেন।

চূত—হাঃ, রাজকন্যে আবার কোথা পেলে? স্বপন দেকচো না কি ?

প্রাণে—আঃ, তুমি বাতুলের ন্যায় বকিতেছ কেন।

চূত—(স্বগত) না বাবা কাজ নেই, আবার কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরবে।

প্রাণে—(যৌবনাস্যের প্রতি) আমিও বোধ করি, কন্যাটি কোন রাজবংশের হইবে। যাহা হউক, এমন রূপতো কখন দেখি নাই।

কি চলন, রাজহংসেরাও এ প্রকার চলিতে পারে না। (পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) হে হৃদয়, কাতর হইতেছ কেন?

চূত—(স্বগত) আহা! রাজহংসের চলন কি সুন্দর! বেঙ্গের চলনও কবে সুন্দর হবে রাজারাজড়া লোক যা বলে তাই হয়।

যৌব—সত্য বটে, এ প্রকার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরীতো দেখি নাই।

প্রাণে—(পথের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া স্বগত) হে হৃদয়, পাপ-নয়নই তোমার দুঃখের মূল;—ওরে দুর্ব্বৃত্ত নয়ন, তোকে কে দেখিতে বলিয়াছিল!—

যৌব—বয়স্য শ্যামালতা কুসুমমালায় কি সুন্দর সাজিয়াছে! উহার সৌগন্ধে সমস্ত বন আমোদিত হইয়াছে।

(নেপথ্যে সংগীত ধ্বনি)

(ঝিঁঝিট। জলদ তেতালা)

——————— ওহে মধুকর।

কি হেতু হয়েছ বল চঞ্চল অন্তর।

কুসুমে খাইবে মধু, তুমি হে কুসুম-বঁধু,

তোমা বিনা নাহি তার সখা অন্য পর।
আসিবে বসন্ত কাল, ফুটিবে কুসুম-জাল,
তবে খেও প্রেমমধু, না হও কাতর।
যার প্রতি অনুরাগী, সে ভাবে তোমার লাগি,
মিলন হইবে দোঁহে জানিহ সত্বর॥

যৌব—বয়স্য, আচার্য্য সংগীত শিক্ষা দিতেছেন, চল আমরা দেখি গে।

প্রাণে—তা যাবে চল, সংগীত শুনিতে আর ইচ্ছা হয় না।

ত—আবার কেন সে গানে।

যৌব—আরে না চলই না, কতক্ষণের কাজ।

(সকলের প্রস্থান। যবনিকাপতন)

ইতি প্রথমাঙ্কে প্রথমাভিনয় সমাপ্ত।

প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াভিনয়।

(রাজবাটী। প্রাণেশ্বর একাকী আছেন, এই সময়ে যৌবনাশ্বের প্রবেশ।)

যৌব—প্রিয় সখা প্রাণেশ্বর! কি করিতেছ!

প্রাণে—এখানে বসিয়া আছি, আর কি করিব!

যৌব—বসিয়া আছ, তাহাতো দেখিতেছি কিন্তু এ ভাবে কেন?

প্রাণে—কি ভাবে? না কই।

যৌব—সখে, তোমার বদন বিবর্ণ হইয়াছে তোমার নয়ন-দ্বয় নিয়ত ভূতল নিরীক্ষণ করিতেছে। আর তোমার সহাস্য-বদন রহস্যহীন হইয়া শোকাকুলের ন্যায় শুষ্ক ভাব ধরিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমার অন্তরে ভয় হইতেছে। তুমি আমার প্রতি কখনইতো বিরস হও নাই; কিন্তু আজি সে রং কোথায়? আজি তোমার মুখে এরূপ অস লগ্ন ও শিথিল বাক্য শ্রবণ করিতেছি কেন আমার কি কোন অপরাধ হইয়াছে?

প্রাণে—না সখা, তোমার অপরাধ কিছুই হ নাই। আমার অকপট ভাবে যদি তোমার প্রতি শৈথিল্য প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে ক্ষমা কর।

যৌব—তবে তুমি এরূপ ভাব ধরিয়াছ কেন? আত্মীয়গণের নিকট দুঃখ-ভার

প্রকাশ করিলে দুঃখের অনেক লাঘবতা হয়, এবং তৎপ্রতিকারের উপায় হইলেও হইতে পারে ;

প্রাণে—(স্বগত) হায়! বিধাতা কি এ হত-ভাগ্যের দুঃখের প্রতিকার নিরূপণ করিয়াছেন ?

বীর—মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বল। প্রকাশ না করিলে কেবল নিরর্থক দুঃখ-ভোগ করিতে হইবে। আমার নিকটে তোমার অব্যক্ত কিছুই নাই, তবে দুঃখের কারণ প্রকাশ করিয়া আমার ব্যগ্রতা নিবারণ করিতে কি দোষ ?

প্রাণে—তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার নিকটে অব্যক্ত কিছুই নাই! আমার দুঃখ শ্রবণ করিলে তুমি কেবল অকারণ ক্লেশ ভোগ করিবে বলিয়াই তাহা প্রকাশ করি নাই।

বীর—সখা তুমি বিপরীত ভাবিয়াছ! আমি তোমার দুঃখে দুঃখিত হইব ইহা সত্য;

কিন্তু তোমার দুঃখের লাঘবতা সাধন করিয়া মনোমধ্যে যে প্রীতি পাইব, তাহা সেই দুঃখ হইতে শত গুণ অধিক? এক্ষণে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর।

প্রাণে—তবে যদি নিতান্তই জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, শ্রবণ কর। আমি আজি প্রাতে প্রমোদ-বনে যে কামিনীরত্ন সন্দর্শন করিয়াছি, তাহার প্রতি কি পর্য্যন্ত আসক্ত হইয়াছি কিছুই বলিতে পারি না। সেই অলৌকিক লাবণ্যবতীকে দর্শনাবধি আমার অন্তর অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। আমি ক্ষণকালের জন্য মনকে শান্ত করিয়া আত্মভাব গোপন করিতে পারিতেছি না। সেই চার্ব্বঙ্গীর মনোহর রূপ মনে পড়িলে আর কিছুতেই ইচ্ছা থাকে না। তাহাকে না দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে, আর কি তাহাকে দেখিতে পাইব! হায়, অমোঘ-বল কটাক্ষশরে আমাকে জর্জ্জর

করিয়া সেই মুনি-মনোহরা এতক্ষণ কোথায় রহিয়াছেন। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ

কি ফল পাইলে !-

যৌব—তুমি এত কাতর হইতেছ কেন ? তুমি জ্ঞানবান হইয়াও সামান্য এক রমণীর হাবভাবে মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলে। সে কামিনী কে, তাহার চরিত্রই বা কেমন এবং স্পৃহণীয় কি না, ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া একেবারেই তাহার কটাক্ষ-শরের বশীভূত হইলে। পণ্ডিতেরা কহেন, যে অজ্ঞাত-কুল-শীল ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব, তুমি অজ্ঞাত জনকে মনঃ প্রাণ সমর্পণ কি রূপে করিলে ?

প্রাণে—সখে, যাহার হয় সেই বুঝিতে পারে ! তুমি কি জানিবে ? অব্যাকুল-চিত্ত তুমি অনায়াসেই উপদেশ দিয়া লাঞ্ছনা করিতে পার ! হায়, বন্ধ্যানারী প্রসব-যন্ত্রণার কি জানে !—আর কি বলিতে আছে বল, আমি সকলই বুঝিলাম।

যৌব—(স্বগত) এক্ষণে দেখিতেছি, উপদেশ বিফল, সখা নিতান্তই প্রণয়ের বশ হইয়াছেন; মিলন না হইলে শারীরিক অমঙ্গল হইতে পারে। (প্রকাশ্যে) না সখা, আমিতো তোমাকে ভৎসনা করিতেছি না। কেবল তোমাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করান আমার উদ্দেশ্য, তুমি স্থির হও, আমি ত্বরায় সদুপায় করিতেছি। সম্প্রতি আমি তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে যাই, সত্বরে প্রত্যাগমন করিব।

(গমনারম্ভ)

প্রাণে—আসিবেতো? আমি তোমার পথ চাহিয়া রহিলাম; ভুলিও না।

যৌব—(ফিরিয়া) ভুলিব কেন? এখনি আসিব।

(প্রস্থান)

প্রাণে—(স্বগত) যখন কুসুম-কাননে প্রিয়ার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন প্রিয়া আমার প্রতি বৈরাগ্য প্রকাশ করেন নাই; বোধ হয় আশা সফল হইতেও পারে, কিন্তু আমার কপালে কি ফলে!—যখন আমি তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম, তখন তিনি

নম্রমুখী হইয়াছিলেন, ইহাতে বড়ই আশঙ্কা হইতেছে। কিন্তু তিনিও আমাকে নয়-নোপান্তে বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন! হায়, আমি কি অজ্ঞান! আমার কি তাহাতে অভিলাষ সাজে? দুর্ব্বৃত্ত মন, কেন অপ্রাপ্য ধনে আশা করিতেছ, আমার ক-পাল তেমন নয়।

(কালাংড়া, একতালা।)

মিছে আশা মন তায়।
সে জন তোমার প্রতি বামনের শশী প্রায়॥
না জানহ আপনারে, জানিতে চাহ রে তারে
মন রে তোমার ভাব বুঝা নাহি যায়
আছিলে আপন বশে, মজি পর-প্রেম-রসে
অবশ হইলে শেষে কি করি উপায়॥

সকলে কহিয়া থাকে, রীতি চরিত্র প্রভৃতি জ্ঞাত না হইলে প্রণয় হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ সুরীতি, সচ্চরিত্রাদিতেই প্রণয়ী-দিগের মনে প্রথমে এক প্রকার ভক্তির

উদয় হয়, এবং সেই ভক্তি পরিণামে স্নেহে পরিণত হইয়া প্রণয়-সুখ সম্পাদন করে। কিন্তু এরূপ কথা কদাচ কোন প্রণয়-পণ্ডিতের মুখ হইতে বহির্গত হয় না; পরীক্ষা-হীন জনেরাই ইহা কহিয়া থাকে। কারণ প্রণয়ীদিগের প্রথম সন্দর্শন হইলে তাঁহা-দিগের পরস্পরের মুখারবিন্দ পরস্পর অবলোকন করিয়া মনোমধ্যে এক মোহন ভাবে অভিভূত হয়েন, এবং পরস্পরে যত দেখা হয়, ততই তাঁহারা সেই মোহন ভাবের বশীভূত হইতে থাকেন। ক্রমশঃ সেই ভাবে বিহ্বল হইয়া প্রণয়ীগণ প্রণয়া-স্পদের সকল কর্ম্মই উত্তম বোধ করেন, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কিছু মাত্র দোষ দেখিতে পান না। এইরূপে সেই অজ্ঞাত-কারণ-জাত মোহন ভাব হইতে ভক্তির উদয় হয়, এবং সেই ভক্তি পরিশেষে পবিত্র প্রণয় প্রসব করে। ইহাই যথার্থ, নচেৎ আমার এ দশা কদাচ হইত না। হায় আমি

সেই স্বরূপাকে অবলোকন করিয়া যে ভাবে বিহ্বল হইয়াছি, তাহা কেহই জানিতেছে না; যাঁহারা প্রণয় করিয়াছেন তাঁহারাই কিঞ্চিৎ বোধ করিতে পারেন। যাহাই হউক, আমি সেই সুধাংশু-বদনাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলাম, তিনি যেরূপ করেন, তাহাই হইবে। কিন্তু আমি সেই রতিরূপা সাক্ষাৎ প্রণয়-দেবী হারা হইলে আর কাহাকেও হৃদয়ে স্থান প্রদান করিব না। হে প্রিয়ে! আমি নিতান্ত তোমার; তুমি আমার প্রণয়-সুধাকর শশী, যদি তুমি ঘৃণাও কর, তথাপি অধীনকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। হে প্রণয় দেবি, যদিও তুমি এ দাসকে ত্যাগ করিয়া নয়নান্তরবর্ত্তিনী হও, তথাপি আমার হৃদয়-পদ্মাসনে তোমাকে আমি প্রত্যহ অনন্যমনে সেবা করিতে নিবৃত্ত হইব না। অয়ি প্রাণেশ্বরি, আমার আর উপায় নাই। তুমিই আমার হৃদয়েশ্বরী, প্রণয়দেবী

হইয়াছ, তোমাকে সজ্ঞানে কখনই ভুলিতে পারিব না। হা!—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

(কালংড়া। জলদ তেতালা।)

একবার ভাল বেসে কে আর ভুলিতে পারে।
ভুলিবার জন সেকি, যাহারে অন্তরে দেখি,
পলেক না হেরে আঁখি অধরা সলিল ভারে॥
ভুলিব বলি বদন, অনেক করে যতন,
তাহে কেঁদে বলে মন কেমনে ভুলিব তারে॥

হায় প্রাণেশ্বরি, কেনই বা আমার নয়ন গোচর হইলে, আর কেনই বা এ অধীনকে এত ক্লেশে রাখিয়া গেলে, ওঃ—ওরে মকর-কেতন তোর শরের কি ভয়ঙ্কর গুণ; তোর অসাধ্য কিছুই নাই; তুই যে যোগিকুলতিলক মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছিলি, তাহা আমি অসম্ভব বোধ করিতাম, কিন্তু এক্ষণে সেই সন্দেহ দূর হইল, তোর কুসুমশর-প্রভাবে পাষাণেরও আসক্তি জন্মিতে পারে!—কি শব্দ হইতেছে? (শ্রবণ) (চরণ-ধ্বনি) বোধ

হয় যৌবনাস্য সেই স্বরূপার সংবাদ লইয়া আসিতেছেন। আমি তাঁহাকে অগ্রসর হইয়া লই। (গাত্রোত্থানের উপক্রম) মুগ্ধ লোকেরা এই রূপই হইয়া থাকে, আমি অগ্রসর হইতেছিলাম। (দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বার—(প্রণাম করিয়া) মহারাজ, কালাচাঁদ বাবু আপ্‌কা সাথ্ মোলাকাৎ করনে মাংতা, হুকুম হোয় তো গোলাম উন্‌কো হিঁয়া লাওয়ে।

প্রাণে—(স্বগত) কালাচাঁদ সর্ব্বদা জিতেন্দ্রিয়তার প্রশংসা করেন এবং তিনি অতিগম্ভীরস্বভাব, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল; তিনি আমাকে মুগ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত বৈরক্তি প্রকাশ করিবেন, অতএব আমার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু কি রূপেই বা এ ভাব গোপন করি। যাহা হউক, তিনি এক জন বন্ধু, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করা হয় না, (প্রকাশে) হাঁ বাবুকো লাও।

দ্বার—যো হুকুম মহারাজ, (মস্তক নত করিয়া প্রস্থান)

প্রাণে—(স্বগত) মন, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আর কত লোক হাসাইবে!—

(কালাচাঁদের প্রবেশ)

(রাজা গত্রোত্থান করিয়া) আজি আমার শুভাদৃষ্ট ক্রমে আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম; আজি আমার সুপ্রভাত; উপ-বেশন করুন। এমন সময়ে অকস্মাৎ অধী-নের ভবনে আগমনের কি কোন বিশেষ কারণ আছে?

কালা—আর কারণ থাকিলেই বা কি হইবে; তোমার যে রূপ বাগাড়ম্বরযুক্ত অভ্য-র্থনার ভাব দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, যেন আমি এক জন কুটুম্ব, বিশেষ হৃ-দ্যতা নাই, অতএব কারণ বলিলে কি হইবে।

প্রাণে—(স্বগত) সত্য বটে, আমার মন কা-হাকে কি রূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে!—(প্রকাশে) না সখা, হৃদ্যতার কিছু মাত্র ত্রুটি নাই,

এরূপ অভ্যর্থনায় দোষ কি? আমার অ-
ন্তরেতো তোমার প্রতি কিছু মাত্র বিরাগ
নাই! আমি সত্য কহিতেছি, ইহা কোন
আন্তরিক বিভাবের আদর্শ নহে। যাহা
হউক এখন বস। (উভয়ের উপবেশন)
কালা—আমি তাহা বুঝিয়াছি; তবে ভাবের
বৈলক্ষণ্য দেখিলে সন্দিগ্ধ হইতে হয়; কিন্তু
তুমি যখন সত্য করিলে, তখন বিভাবের
কোন সম্ভাবনা নাই। আমার এরূপ স্বভাব
নহে, যে আমি এক ব্যক্তি সত্য করি-
লেও অবিশ্বাস করি: অতএব আমাকে
ক্ষমা কর। আমি কেবল তোমার অভ্যর্থ-
নার ভঙ্গি দেখিয়া এপ্রকার বলিয়াছিলাম।
প্রাণে—আমি আবার ক্ষমা কি করিব; তুমি-
তো কোন অপরাধ কর নাই; ভাবের
বৈলক্ষণ্য দেখিলে সকলেই এরূপ বলিয়া
থাকে। এ অপরাধ আমার, আমি তজ্জন্য
ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।
কালা—হাঁ এমন কথা! তোমার কি ক্ষমা

প্রার্থনা সাজে ? সরল-হৃদয়ের অভ্যর্থনার জন্য কে কোথায় অপরাধী হয় ? যাহা হউক সে কথায় আর প্রয়োজন নাই ; এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য তাহা বল ; আমিতো মহা বিপদগ্রস্ত হইয়াছি ।

প্রাণে—কি বিপদ হইয়াছে ; শারীরিকতো সকল মঙ্গল।

কালা—হাঁ শারীরিক মঙ্গল বটে।

প্রাণে—তবে কি বিপদ ?

কালা—আর ভাই, উজ্জয়িনীতে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়াছিলাম, সে সমস্ত দস্যুদ্বারা অপহৃত হইয়াছে, এই সংবাদ গতরজনী দুই প্রহরের সময় পাইয়া মহাজনের ঋণ কি প্রকারে শোধ করিব তাহাই ভাবিতেছি। মনে করিয়াছিলাম, যে শ্যামালতার বাটী ও নূতন ক্রীত জমিদারী বিক্রয় করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিব, কিন্তু ক্রেতা দেখি না, যদি কেহ তোমার সন্ধানে থাকে, বল, আমি তাহাকেই বিক্রয় করিব

প্রাণে—তোমার কত ঋণ হইয়াছে আমাকে বলিতে পারতো দেখি।

কালা—আর মিত্র, অনেক ধার হইয়াছে; ৩০ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা হইলে আমি এক প্রকার গোচাইতে পারি।

প্রাণে—আঃ, এই বইতো নয়! তুমি আমার নিকট হইতে ৩০ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ কর; পরে সময় বিশেষে একবারেই হউক বা ক্রমশই হউক পরিশোধ করিও, অনর্থক ভূম্যাদি বিক্রয়ের আবশ্যক নাই।

কালা—তুমি মুদ্রা প্রদান করিলে আমি অত্যন্ত উপকৃত হই, এবং তোমার গুণে চিরকাল বশীভূত হইয়া থাকি। এত দিনে বুঝিলাম, যে পরমেশ্বর আমাকে এক দুর্লভ বন্ধুরত্ন দিয়াছেন।

প্রাণে—ইহার জন্য তুমি আর কি বশীভূত থাকিবে, বিপদ্ কালে সুহৃদের মঙ্গল করা মিত্রের কর্ত্তব্য, আমি এ সময়ে তোমার উপকার না করিলে আমার মিত্রের কার্য্য

হয় না। তুমি এই লিখন কোষাধ্যক্ষকে দিয়া ৩০০০০ সুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ কর গে। (লিখন লিখিয়া কালাচাঁদকে প্রদান)

কালা—(লিখন দেখিয়া) আমি তবে এক্ষণে বিদায় হই, মহাজনের ঋণ যত শীঘ্র পরিশোধ হয়, ততই উত্তম। এই টাকা আমি অগ্রহায়ণ মাসে সুদ সহিত পরিশোধ করিব।

প্রাণে—কি ? তুমি কি আমাকে এই টাকার জন্যে সুদ দিতে চাও ? সুদ লইয়া টাকাতো অনেকেই কর্জ্জ দেয়, তবে বন্ধুতার কি উপকার ?

কালা—না বন্ধু, তুমিতো বুঝ না, টাকার বিষয়ে মনে অনেক সন্দেহ হয়, কাজ কি, সুদ লইলেতো তুমি অপরাধী হইবে না।

প্রাণে—অপরাধী হইব না ? অবশ্য হইব ! সুদ গ্রহণ বন্ধুর কার্য্য নহে, আমি কখনই সুদ লইব না।

কালা—না বন্ধু, সুদ লইতেই হবে, আমি এক্ষণে আসি। (প্রস্থান)

প্রাণে—স্নুদ গ্রহণ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর, কেন অনর্থক আমাকে পতিত করিবে। এক্ষণে এস্থানে থাকিয়া কি হইবে, পারিসদগণের সহিত থাকিলে কথোপকথনে এক প্রকারে সময় যাইবে; এরূপ স্বভাবের চাঞ্চল্য থাকিবে না; যাই তাহাদিগের নিকটেই যাই। (প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(বহির্ব্বাটীর এক প্রশস্ত গৃহ।—চূতমুখের প্রবেশ।)

চূত—কৈ কারো যে দেকা নেই!—ব্যালা তো অনেক হতে গ্যালো, রাজা যে আসেন নি। দেকি দেকিন কেষ্টোহরি ব্যাটা কি বলে;—(উচ্চৈঃস্বরে) ও কেষ্টোহরি! কেষ্টোহরি!

কৃষ্ণ—আজ্ঞে যাই! (উচ্চৈঃস্বরে)

চূত—মর্ ব্যাটার শব্দ ছ্যাকো, য্যানো বাগে ধল্লে, (কৃষ্ণহরির প্রবেশ ও প্রণাম) ওরে, রাজা যে অ্যাকনো আসেন নি? কোন ব্যামো স্যামোতো হয় নি?

কৃষ্ণ—মোশাই, মহারাজ বড় অসুকে আচেন!

চূত—বলিস কি রে! তেদ্ টেদ্ হয়েচে না কি?

কৃষ্ণ—আজ্ঞে তা নয়, মনের অসুকে আচেন।

চূত—তাঁর্ আবার মনের্ অসুক কি হোলো, মাগ্ছো নেই যে লাতি মেরেচে!

কৃষ্ণ—বলেন্ কি মোশাই, রাজাদেরো কি মেগে লাতি মেরে থাকে ? মেয়ে মানুষের অ্যাতো ভরসা হবে ক্যানো।

চুত—আরে ব্যাটা মুক্ষু, রাজাদের মেগেরা কি যে সে মেয়েমানুষ, তারা মেয়ে মদ্দানী। সে যা হোক, অ্যাকন্ ব্যাপারটা কি বল্‌তে পারিস ?

কৃষ্ণ—আজ্ঞে তা ক্যামোন্ কোরে বোল্‌বো. তবে বোদ হয়, কোনো মোন্দো খবোর্ এসেচে।

চুত—তাইতো কি খবোর্ আবার্ এলো, যা হোক্, অ্যাক্‌বার মহারাজের সঙ্গে ভাকা হোলে যে হয়।

কৃষ্ণ—আপ্‌নি এক্টু অপিক্ষে করুন না, মহারাজ একুনি আস্‌বেন।

চুত—মহারাজ্ আস্‌বেন ! সেই ভাল, এখানে বসে থাকি, অ্যাক্ ছিলিম তামাক আন দেকি।—(উপবেশন)

কৃষ্ণ—আজ্ঞে আন্‌চি। (প্রস্থান)

চূত—(স্বগত) আমার যেমন কপাল, কোতা বামনীর কাচে বোল্লে এলুম যে রাজাটার কাচ্‌থেকে কিচু আদায় কোরে আনি গে; না কোত্থেকে আবার অম্বুক্ এসে যুট্‌লো; ড্যাকোদেকি ব্যাটার অম্বুক্ য্যান আমার জন্যেই মুকিঁয়েছিলো। যা হোক, রাজাটাকে বড ভালোবাশি, অম্বুকের কথাত শুনে অবধি মোনটা বড় চঞ্চল হোয়েছে। (রাজার প্রবেশ) এই যে নাম কোত্তে কোত্তেই হাজির। (গাত্রোত্থান করিয়া প্রকাশে) মহারাজের জয় হোক্. আজ যে বড় আপ্‌নাকে ভাবিত দেক্‌চি, কোন মোন্দো খবোর কি এসেচে?

রাজা—চূতমুখ যে! (প্রণাম), কৈ মন্দ খবোর্‌তো কিছুই আসে নাই।

চূত—তবে ভালো! কেষ্টোহোরে ব্যাটা বোল্যে যে, কোন মোন্দোখবোর এসেচে, তাই শুনে বড়ো ভাব্‌না হয়েছিলো।— তবে অ্যাকন কি হোয়েচে বোলুন দেকি।—

রাজা—তুমিতো সে সমস্তই জান।

চূত—জানি আবার কোত্থেকে ? মহারাজ ঠাট্টা কোচ্চেন্ না কি ?

রাজা—তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়্লে যে ! আজি সকালের কথা কি স্মরণ নাই ?

চূত—থাক্বে না ক্যানো ! তা সকালের কতার সঙ্গে অ্যাকোন কি সম্পর্ক ? আপনি যে গান ভান্‌তে শিবের গীত আন্‌লেন।

রাজা—শিবের গীত নয় হে, শিবের গীত নয় !—(উপবেশন) একেবারে যে নূতন হইলে ?

চূত—নতুন্ হোলুম কোতা আবার ? বলি শিবের গীত নয়তো কি খুলেই বলুন।

রাজা—ভাল মূর্খ! এখনো বুঝিলে না? প্রমোদ বনে সেই কামিনীরত্ন দর্শনাবধি আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে।

চূত—ওঃ, তাই বোলুন্ ! অ্যাতো বুজ্‌বো কি কোরে ? আদার ব্যাপারী জাহাজের খবোরে কি কোর্‌বো ! আপ্‌নারা রাজা আপ্‌নাদের মোন্ মেয়েমানুষ দেকে চঞ্চল্ হয়, আম্‌রা পেটাত্তি বামুন, আমাদের লুচিমণ্ডা না দেক্‌লে মোন চঞ্চল হয় না।

রাজা—মিছা বকিও না, ইহার উপায় কি বলিতে পার? সে কামিনী কে এবং কোথায় থাকেন, তাহার কিছুইতো জানি না,—আর অবোধ মন এরূপ অভিভূত হইয়াছে, যে কিছুতে স্থির হয় না, কেবল তাহাতেই মগ্ন আছে। বোধ হয়, তাহার বিরহে জীবন থাকিবে না।

চূত—মহারাজ, অ্যাকেবারে যে পাগোলের মোতন্ কতা কৈতে লাগ্‌লেন। অ্যাক্‌টা কামিনীর জন্যে কে কোতা মোরে থাকে? তার্ নাম্ ধামের অ্যাতো ভাবনা কি, সে ভোটরাজ ধনপতি সিংহের মেয়ে।

রাজা—(সরোষে) দেখ বসন্তক, তোমার অতি বৃদ্ধি হইয়াছে। তুমি রহস্যের কি আর সময় পাইলে না?

চূত—(সভয়ে) মহারাজ রহস্য নয়। আপ্‌নার সখা যৌবনাশ্বের সঙ্গে এই কতক্ষণ দ্যাকা হোয়েছিলো। মহারাজ, সকালব্যালা কন্যাটীর কথা পাড়্‌লে তিনি বোল্লেন, সে ভোটরাজ্ ধনপতি সিংহের মেয়ে।

রাজা—বটে ! তুমি যৌবনাস্যের সাক্ষাৎ কোথা পাইলে, এবং তিনি কোথা গমন করিলেন ?

চুত—ক্যানো আপ্‌নার বাড়ির সুম্মুকেই তিনি বোলে গ্যালেন, যে তিনি কালাচাঁদের কাচ্ থেকে শীগ্‌গির ফিরে আস্‌বেন।

রাজা—বসন্তক, তোমার প্রতি অনর্থক কোপ করিয়াছিলাম। বুঝিলাম্ তুমি রহস্য কর নাই, সত্যই কহিয়াছ। যাহা হউক তোমাকে এই অঙ্গুরিটি দিলাম, কিছু দুঃখ করিও না। তুমি সখা যৌবনাস্যকে শীঘ্র আসিতে কহ গে।

চুত—মহারাজের কতায় আমি কি দুঃখু কর্‌বো, প্রভু ভৃত্যকে কি না বলে থাকে। তবে যৌবনাস্য মহাশয়ের তত্ত্বে চল্লুম্। (প্রস্থান)

রাজা—(স্বগত) তবে এই কামিনীধনেরই কথা বাণভট্ট কহিয়াছিল, কারণ বসন্তক কহিল যে ঐ রমণী ভোটেশ্বরের কন্যা, এবং ভট্টরাজও ইহারে কথা কহিয়াছিল। বোধ

করি, বিধাতা প্রসন্ন হইয়াছেন। (কিঞ্চিৎ-কাল স্তব্ধ) ওঃ, প্রণয়ের কি অপূর্ব্ব শক্তি! বসন্তকের বাক্য শ্রবণাবধি অবোধ মন অধিক উদ্বিগ্ন হইতেছে, এক মুহূর্ত্তও স্থির হইতেছে না; কেবল সেই ললনার ভাবেই মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখারবিন্দ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। আহা! প্রমোদ বনে তাহার যে সুমধুর ভাব-ঘটিত গীত শুনিয়াছি, তাহা আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে! আর সেই কিন্নরীকুল-লাঞ্ছিত-স্বর শ্রবণার্থ আমার শ্রবণ যুগল ব্যগ্র হইয়াছে। এক্ষণে সখা যৌবনাস্য আইলে সন্দেহ দূর হয়। তিনি আমাকে শান্ত করিবার জন্য এরূপ কহিয়াছেন কি না, তাহাও বুঝা যায় না। কিন্তু সখা মিথ্যা বলিবার ব্যক্তি নহে, দেখি। (পদধ্বনি, রাজার কর্ণপাত) এই যে কে আসিতেছে, বুঝি যৌবনাস্যই হইবেন। (দ্বার দেশে দৃষ্টিক্ষেপ ও যৌবনাস্যের প্রবেশ) মিত্র, তোমারই অপেক্ষা করিতেছিলাম।

সমাচার কি, তাহা কহিয়া আমাকে জীবন দান কর।

যৌব—আর চিন্তা কি! যে কামিনীর নয়নশরে আহত হইয়াছ, তাহারই সহিত তোমার সম্বন্ধ বাণভট্ট আনিয়াছিল। অতএব অনুরাগ, যোগ্য পাত্রেই পড়িয়াছে। অংশুমালীর প্রণয় কেতকীর প্রতি হয় না।

রাজা—সখে, তুমি আমাকে যে শুভ সংবাদ প্রদান করিলে তাহা কি বলিব, আইস তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া জীবন সফল করি! (আলিঙ্গন) মিত্রতার ফল এত দিনে পাইলাম। তবে বিবাহের দিন স্থির কর।

যৌব—অগ্রে স্থির হইয়া তাবৎ শ্রবণ কর। আমি তোমার নিকট হইতে প্রস্থান কালে কালাচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি কহিলেন, অদ্য প্রাতে তোমার ভাবী বনিতা ধনপতি সিংহের কন্যাকে তুমি প্রমোদ-বনে দেখিয়াছ। ইহাতে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি কিরূপে জানিলেন,

তাহাতে তিনি কহিলেন, "আমি সবিশেষ জানি, আপনি অদ্য আমার বাটীতে গেলে সমস্ত জানিবেন।" তৎপরে আমি বাটী হইতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া তাঁহার নিকট যাইবার সময় চুতমুখকে কহিলাম, "রাজাকে কহিও ভোটরাজ ধনপতি সিংহের কন্যাকে তিনি দেখিয়াছেন।" এই বলিয়া আমি প্রস্থান করিলাম।

রাজা—হাঁ, চুতমুখ একথা আমাকে বলিয়াছে। কিন্তু ধনপতি সিংহের কন্যা এখানে কিরূপে ও কি নিমিত্ত আসিয়াছে, তাহার কিছু শুনিলে!—

যৌব—তাহা সবিশেষ শুনিযাছি। ভোটরাজ তোমার অনুরাগ বুঝিতে তাঁহার মন্ত্রিপুত্র কালাচাঁদের সহিত কন্যাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজা—তুমি এ সমস্ত কিরূপে জানিলে?

যৌব—কেন, আমাকে কালাচাঁদ আপনি এ সকল কথা কহিয়াছেন।

রাজা—তবে কালাচাঁদ এ বিষয় আমাকে বলেন নি কেন, আমার সহিত তাঁহারতো যথেষ্ট প্রণয় আছে।

যৌব—অবশ্য কোন কারণ থাকিবে, তাহা না থাকিলে একথা তোমাকে অগ্রেই বলিতেন।

রাজা—যাহা হউক, বোধ হয় কালাচাঁদই এবিষয়ের কর্ত্তা, তা আর ভাবনা নাই। তিনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করেন, সুতরাং তিনি আমাকে চরিতার্থ করিতে কার্পণ্য করিবেন না। আর তিনি অতি সজ্জন ও পরোপকারী; আমার উপকার করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব চল, আমরা তাঁহার বাটীতে যাই।

যৌব—আমাদিগের যাইবার কি আবশ্যক; তিনি আমার নিকটে তোমার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, বরং আমি তাঁহাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করি গে।

রাজা—না, তাহা কি রুপে হয়, তিনি আমার নিকট সম্প্রতি কিঞ্চিৎ ঋণ লইয়াছেন,

তজ্জন্য এখানে আইলে আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিতে পারিব না।

যৌব—(গাত্রোত্থান করিয়া) হাঁ! ঋণ লইয়াছেন তা কি? তিনি যখন এবিষয়ের কর্ত্তা হইয়াছেন, তখন অনুরোধ করিবেন না কেন? আমি চলিলাম, আহারাদি করিয়া কালাচাঁদকে প্রেরণ করিব। (প্রস্থান)

রাজা—আঃ, এতক্ষণে সজীব হইলাম! হৃদয়! এখন যত অভিলাষ করিতে হয় কর দুষ্প্রাপ্য বলিয়া যাহা অগ্নিজ্ঞান করিয়াছিলে তাহা স্পর্শনীয় রত্ন হইয়াছে। সত্বরেই হৃদয় শোভিত হইবে, আর ব্যগ্রতা কেন?

(বেহাগ। জলদ তেতালা।)

এমন হইলে কেন মন রে।
ধৈরজ ধরহ চিতে হও সচেতন রে॥
প্রেমধন সুধাময়, সেধন সামান্য নয়,
অনেক যতনে মেলে সেই মহাধন রে।
রাগ বিনে এই নিধি, কভু না মিলায় বিধি,
রাগতো হয়েছে তব হৃদয়-ভূষণ রে॥

তাই বলি রাগ ভরে, যত্ন কর নিরন্তরে,
কে না জানে মেলে শুধু যতনে রতন রে।
ব্যাকুল হইলে ফল কি হবে এখন রে॥

রাজা—(কর্ণপাত করিয়া) আহা! বৈতালিকেরা কি মধুর স্বরে গান করিতেছে! গীতের ভাবটি কি সুন্দর; বোধ হয় যেন আমাকেই প্রবোধ দিতেছে!—(স্তব্ধ থাকিয়া) আর বিলম্ব করা নয়, আহারের সময় হইয়াছে। যাই আহারাদি করি গে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক সম্পূর্ণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

(পূর্ব্বোক্ত গৃহে যৌবনাস্যের প্রবেশ)

যৌব—কৈ সখা কোথায়, এখনো যে বাহিরে আসেন নাই; বোধ হয় এখনি আসিবেন। (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে ধর্ম্মদাস, একবার এখানে এক ছিলিম তমাক লয়ে এসতো।

ধর্ম্মদাস—আজ্ঞে যাই—(ধর্ম্মদাসের প্রবেশ ও সপ্রণামে) মোশাই তামাক ইচ্ছা করুন।

যৌব—আঃ, দাওতো খাই, আহার করিয় ভাল তামাক খাওয়া হয় নাই। (হুঁকা গ্রহণ

ধর্ম্ম—ক্যানো মোশাই, অ্যাতোক্ষণ তামাক খ্যাননি ক্যানো?

যৌব—আর বাবু! তোমার রাজার জন্যে ঘোরায় আহারের বিলম্ব হইয়াছিল, আহা রান্তে নাম মাত্র তামাক খাইয়াই এখানে আসিতেছি।

ধর্ম্ম—মোশাই, মহারাজের কি হোয়েচে জা-

নেন ? তাঁহাকে আজ সকাল থেকে দুঃখি-
তের মোত্তোন দেকচি ক্যানো ?

যৌব—তাহা কি জান না, তোমাদিগের রাজা
অদ্য প্রভাতে প্রমোদবনে এক কামিনীকে
দেখিয়া অত্যন্ত আসক্ত এবং ব্যাকুল
হইয়াছেন। আমি সেই বিষয়েরি জন্যে
তাঁহার নিকট আসিয়াছি, তাঁহার এত বিলম্ব
হইতেছে কেন ?

ধর্ম্ম—মোশাই, বোদ করি তিনি এক্ষুনি আস-
বেন, আজ্ঞে করেন মহারাজকে বলি গে।

যৌব—হাঁ বাপু, যাওতো মহারাজকে বল গে,
আপনকার সখা যৌবনাশ্ব আপনার অপেক্ষা
করিতেছেন।

ধর্ম্ম—যে আজ্ঞে চল্লুম্। (প্রস্থান)

যৌব—(কিঞ্চিৎক্ষণ তামাক খাইয়া হুঁকা
রাখিলেন) (স্বগত) কালাচাঁদ যেরূপ ধর্ম্ম-
শীলতা প্রকাশ করেন, তাহাতে বোধ হয় যে
তাঁহার সর্ব্বৈব মিথ্যা, কেবল প্রতারণা মাত্র।
যাহা হউক, কিছু বোঝা যায় না।

রাজা—(প্রবেশ করিয়া) কি ভাবিতেছ ?

যৌব—না মিত্র, কিছু ভাবি নাই। কালাচাঁদের নিকটে গিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন যে তোমার সহিত সত্বরে সাক্ষাৎ করিবেন। (কালাচাঁদের প্রবেশ) এই লও, বলিতে বলিতেই উপস্থিত।

রাজা—এই যে! তোমারি কথা এতক্ষণ হইতেছিল।

কালা—অধীনের কথা আপনি কহিতেছিলেন, এ অতি সৌভাগ্যের বিষয়। (যৌবনাশ্বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) মহাশয়, আপনার ভৃত্য যে আমার বাটীতে আপনার অন্বেষণে এই মাত্র গিয়াছিল।

যৌব—কেন? কি নিমিত্তে আমার অন্বেষণ করিতেছে শুনিলেন?

কালা—না, তাহার সবিশেষ শুনি নাই; সে কহিল বড় প্রয়োজন আছে।

যৌব—(রাজার প্রতি) তবে একবার যাই; কি প্রয়োজন দেখিগে।—

রাজা—তা যাও, কিন্তু বৈকালে আসিও।

যৌব—আসিব বই কি,—বৈকালের এখনো বিলম্ব আছে। (প্রস্থান)

কালা—মহারাজ আপনি অধীনকে কি জন্যে ডাকিয়াছিলেন?

রাজা—তুমিতো সকলই জ্ঞাত আছ, আমি আর কি বলিব।

কালা—আমি আপনকার ভাব বুঝিতে পারিতেছি না। আমি কি জ্ঞাত আছি, বিশেষ করিয়া বলুন।

রাজা—আমি শুনিলাম, যে ভোটেশ্বর আমার অনুরাগ বুঝিতে তাঁহার কন্যা সৌদামিনীকে তোমার সহিত এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। তা তুমিতো আমার অনুরাগ দেখিতেছ।

কালা—এ কথা মহারাজকে কে কহিল? ইহা যৌবনাশ্যের কর্ম্ম! আমি এরূপ জানিলে তাঁহাকে সকল কথা কহিতাম না। তিনি যে একথাটি আপনার কর্ণে তুলিবেন, তাহা কিরূপে জানিব।

রাজা—আপনি তাঁহার প্রতি রাগত হইবেন না। তিনি আমাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া রাজবালার বৃত্তান্ত জানিতে গিয়াছিলেন। আপনার প্রমুখাৎ তাহা শুনিয়া আমাকে শান্ত করণার্থ বলিয়াছেন।

কালা—তবে তাঁহার অপরাধ নাই। তিনি মিত্র-ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। যাহা হউক, এক্ষণে মহারাজের অভিপ্রায় কি? আপনার তবে সৌদামিনীর প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে?

রাজা—তোমাকে অধিক কি বলিব; সৌদামিনীকে দেখিয়া অবধি আমি উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছি। এক্ষণে কেবল তোমার মনোযোগের প্রার্থনা করি।

কালা—মহারাজ বলেন কি! আমি ভৃত্য স্বরূপ, আমাকে আজ্ঞা করিলেই যথেষ্ট।

রাজা—তুমি যদি আমার প্রতি সদয় হইয়াছ, তবে এই অনুরোধ করি, তুমি আমার অনুরাগতো জানিয়াছ, তবে আর বিবাহের বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি?

কালা—মহারাজ, আমি আপনার কাছে বড় লজ্জিত হইলাম, যে আমি এ অনুরোধটি রক্ষা করিতে পারিলাম না। আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, যে আমি আপনাকে তুষ্ট করিতে পারিলাম না।

রাজা—কেন, তোমার উপরতো এ বিষয়ের সমস্ত ভার আছে?

কালা—মহারাজ, তাহা থাকিলে আমি সৌদামিনীকে ভবদীয় হস্তে এই দণ্ডেই সমর্পণ করিতাম।

রাজা—তবে এ বিবাহের ভার কাহার উপর আছে?

কালা—ভোটেশ্বর আপনিই ইহার অধ্যক্ষ। আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে রাজকন্যাকে এ স্থানে অজ্ঞাতভাবে আপনার অনুরাগ বুঝিতে আনিয়াছি। বিবাহ বিষয়ে আমার হস্ত থাকিলে আমি মহারাজকে অগ্রেই সমস্ত ব্যাপার অবগত করিতাম।

রাজা—তবে উপায় কি? আমিতো আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না।

কালা—ভোটেশ্বর আমার ভূস্বামী এবং প্রভু। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনার সহিত সৌদামিনীর বিবাহ দেওয়া আমার পক্ষে উচিত নহে। অথচ আপনার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি, আপনাকে সন্তুষ্ট করাও আমার কর্ত্তব্য। কি করি, আমি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি।

রাজা—তবে কি করি, এ যন্ত্রণা নিবারণের কি কোন উপায় আছে?

কালা—মহারাজ ব্যস্ত হইবেন না। সকলেরই উপায় আছে, স্থির হইয়া বিবেচনা করুন হতাশ কেন হইতেছেন।

রাজা—আর কি উপায় আছে? তবে তুমি যদি কোন উপায় কর তবেই হয়।

কালা—মহারাজ আপনি অস্থির হইতেছেন কেন? ভগ্নাশ হইবার কারণ কি? ভোটে-শ্বর আপনাকে কন্যাদানের মনস্থ করি-

য়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। তবে পরস্পরের অনুরাগ না বুঝিয়া কন্যাদান করা অবিধেয় বলিয়াই সৌদামিনীকে আমার সহিত প্রেরণ করিয়াছেন। আমি গিয়া সম্বাদ দিলেই যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন। অতএব আপনি কি ভাবিতেছেন বলুন, আমি আপনার অপেক্ষা সমাচার কহিব।

রাজা—(হস্ত ধরিয়া) যদি এ কার্য্যসাধন করিতে পার, তাহা হইলেই চিরবাধিত করিবে। তোমাকে আমার অনুরাগের বিষয় বলা বাহুল্য; তুমিতো সকলই দেখিতেছ। (হস্ত ছাড়িয়া নিস্তব্ধভাবে অবস্থিতি)

কাল।—মহারাজ যে ভগ্নচিত্তের ন্যায় নিস্তব্ধ হইলেন?

রাজা—আমি অতি মূর্খ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

কাল।—বলেন কি?

রাজা—(কর্ণ না দিয়া) হাঃ হৃদয়! তোমার দেবনের অভিলাষ বৃথা! তুমি আপনার

অযোগ্যতা কি বুঝিতে পার না? তুমি অধম, সে অমূল্য রত্ন তোমার হস্তে কেন আসিবে?

কালা—মহাশয় যে নিতান্ত অবোধ হইলেন, স্থির হউন।

রাজা—অমূল্য ধনে সকলেরি অভিলাষ হয়, কিন্তু সেই অমূল্য ধন সকলের প্রতি আসক্ত হয় না, যোগ্য পাত্রেই আসক্ত হয়। অতএব আমার আশা অমূলক। সেই বিধুবদনা এ নীচ জনে অনুরাগিণী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কালা—মহারাজ, স্থির হউন।

রাজা—(কর্ণ না দিয়া) ওঃ, আর যাতনা সয় না (দীর্ঘ নিশ্বাস)।

ওরে অনুরাগ! তোর কামের নিগড়
কে পারে এড়াতে বল্ ভুবন ভিতরে।
শুনিয়াছিলাম প্রেম সুখের আকর,
যদি পরস্পর-মনে আবির্ভূত হয়।
কিন্তু কভু জন্মাইলে এক জন-মনে
অনল অধিক হয়ে তুই অনুরাগ
পোড়াস তাহারে; ওরে পাষাণ হৃদয়!

হায়, আমি লজ্জায়, কেমনে বলিব
বন্ধু বর্গে, কাহিনে কত ক্লেশকর
একমনে অনুরাগ, নতমুখ হয়ে
অন্তর যখন কিছু না পারে বলিতে।—

কালা—(হস্ত ধরিয়া) মহারাজ আপনি আজি এত কাতর কেন হইয়েছেন? প্রেমাস্পদের ভাব অগ্রে জ্ঞাত হউন।

রাজা।—হায়, তাহাও কি জানিতে হয়! আর জানিবই বা কি প্রকারে?

কালা—আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তো জানিতে পারিবেন. অতএব উদ্বেগ শান্তি করুন, আপনি সিদ্ধমনোরথ হইবেন।

রাজা—তুমি কি আমাকে প্রতারণায় সান্ত্বনা করিবে? যদি এ ক্লেশ তোমার হইত তবে বুঝিতে!

কালা—(সভয়ে) আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন. আমি সত্য কহিতেছি. প্রতারণা করি নাই, আপনি সিদ্ধমনোরথ হইবেন।

রাজা—(হস্ত ধরিয়া) তবে তুমি আমাকে কি

সাহসে এ প্রকার আশ্বাস দিতেছ, তাহা বলিয়া আমার উদ্বেগ দূর কর, বোধ হয় তুমি কিছু জান।

[illegible]লা—আপনি কহিলেন; যে সৌদামিনী আপনার প্রতি অনুরাগিণী হইবার সম্ভাবনা নাই এ কথা সত্য নহে।

রাজা—তবে কি প্রাণেশ্বরী প্রেমাধীনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন?

গোপাল—মহারাজ, আপনি যেরূপ [illegible]; সৌদামিনীও সেইরূপ হইয়াছেন। আপনাকে দর্শনাবধি তাঁহার আর কিছুতেই মনঃ স্থির হয় না; কেবল মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং কখন কখন সখীকে কহিতেছেন "আহা! আর্য্য-পুত্রকে আবার কখন দেখিব, সখি, আর্য্য-পুত্রের কি অধীনীকে মনে আছে? তিনি কি আমার ন্যায় সামান্য জনকে প্রণয়-পাত্রী করিবেন?" তাঁহার স্নান আহারাদি কিছুই হয় নাই। আর ক্ষণে ক্ষণে অচেতন প্রায়

আপনাদের পরস্পরের অনুরাগ বুঝিয়া সৌদামিনীকে লইয়া যাইতে কহিয়াছেন।

রাজা—তা তুমিতো অনুরাগ বুঝিয়াছ। তবে কন্যাই প্রস্থান কর না, এবং ভোটেশ্বরের নিকটে গিয়া যাহাতে একর্ম্ম সত্বরে নির্ব্বাহ হয়, তাহার চেষ্টা করিবে।

কালো—সেখানে গেলে আমাকে আর চেষ্টা করিতেও হইবে না। ভূপতি আপন কন্যার অবস্থা দেখিলে আপনিই অবিলম্বে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার কল্য প্রস্থান করা হইবে পারে না।

রাজা—কেন, প্রস্থানের প্রতিবন্ধক কি?

কালো—মহারাজ, রাজবালাকে সৈন্যাদি ভিন্ন লইয়া যাওয়া হয় না। তা এখন তাহারা তো উপস্থিত নাই, এবং যে কিঞ্চিৎ যুদ্ধ ছিল তাহাও শেষ হইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে হয়।

রাজা—কেন, আমার সৈন্যাদি লইয়া যাইতে

আপনাদিগের নিকটে অনর্থক এত ঋণ-গ্রস্ত হওয়া আমাদিগের শোভা পায় না।

রাজা—ঋণ কি? যদি আমাদিগের বিবাহ হইত, তাহা হইলে আমার মহিষীর সহিত কত সৈন্যাদি পাঠাইতে হইত, এবং কত ব্যয় হইত। তদ্রূপ যখন উভয়ের অনুরাগ হইয়াছে, তখন এক প্রকার বিবাহই হইয়াছে। অতএব, তুমি আমার আজ্ঞায় হইতে আবশ্যক মত ব্যয় লইতে কুণ্ঠিত হই-তেছ কেন

কামো—আপনি যাহা কহিলেন, তাহা অন্যায় নহে; যেরূপ আজ্ঞা করেন তাহাই করি।

রাজা—তবে তুমি রাজকন্যাকে লইয়া কোন্ সময়ে যাত্রা করিবে?

কামো—আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেন, অনু-মতি হয় অদ্যই যাত্রা করি, বিলম্বের প্রয়ো-জন কি।

রাজা—তবে অদ্যই যাত্রা কর; শুভ কর্ম্মে বিলম্ব নিষিদ্ধ; যত শীঘ্র হয় ততই উত্তম।

হইবেন, তজ্জন্য তিনি আমার ভাণ্ডার হইতে আবশ্যক মত ব্যয় লইয়া অদ্যই যাত্রা করিবেন।

গৌর। দেখ বোধ হয়, কালাচাঁদের কোন অসদভিসন্ধি আছে। তাঁহার প্রতি আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে।

[illegible]। তোমার এ অন্যায় সন্দেহ, তিনি অতি সজ্জন। এক্ষণে চল, অদ্য রাজকার্য্যাদি কিছু দেখা হয় নাই। রাজ্যের কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান লইয়া দেখি।

তৃতীয় অঙ্ক সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

(তিন মাস পরে প্রভাতের পর বহির্বাটীর এক গৃহে রাজা ও যৌবনাশ্ব উপবিষ্ট ।)

রাজা— সখে, কালাচাঁদতো অনেক দিন হইল গিয়াছেন, কোন সংবাদ কেন প্রেরণ করেন না ?

যৌব— তুমিতো দেখি সেই কথা লয়েই আছ । তিনি গেলেনইবা কত দিন, যে উঁহার মধ্যে সংবাদ পাঠাইবেন ।

রাজা— বল কি, তিনিতো অল্পদিন হইল যান নাই ।

যৌব— তিনি কত দিন হইল যাত্রা করিয়াছেন ? ইহারই মধ্যে কি সংবাদ আসিবার সময় হইয়াছে ?

রাজা— বল কি, তুমি কি জান না ? তিনি প্রায় সার্দ্ধ তিন মাস হইল গিয়াছেন ভোটরাজ্যে যাইতে কখন সার্দ্ধ এক মাসের

অধিক হয় না, বরং সত্বরে গেলে এক মাস চারি দিনের মধ্যেই যাওয়া যায়।

গৌর—সে কি, তিন মাসের অধিক কিরূপে হইবে? বোধ হয় ভুমি বিস্মৃত হইয়াছ!

রাজা—না বিস্মৃত হইব কেন? কালাচাঁদ যে দিবস এ স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছেন, তাহা অদ্য লইয়া তিন মাস দশ দিন হইল, আমার সম্পূর্ণ স্মরণ আছে, কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

গৌর—তবে সংবাদ না আসিবার কারণ কি? জ্যোতিশ্বর কেবল তোমার ও সৌদামিনীর পরস্পরের অনুরাগ জানিবার অপেক্ষা করিয়াছিলেন, তবে যখন সম্পূর্ণ অনুরাগ জন্মিয়াছে, তখন তিনি সংবাদ প্রেরণে কি নিমিত্ত বিলম্ব করিবেন? জ্যোতিরাজ সংবাদ পাঠাইতেন। হয় তিনি কিছু জানেন না, নয় কালাচাঁদ তোমাকে প্রতারণা বাক্য কহিয়াছিল।

রাজা—কালাচাঁদ কিরূপে প্রতারণা বাক্য

কহিয়াছেন ? আমাকে সৌদামিনী দানের বিষয়ে ভোটরাজ আপনিই বাগ্দত্ত হইয়া আছেন।

যৌব— [illegible] সংবাদ না পাওয়ার হেতু কি? [illegible] পাত্রীদের পথেতো এত বিলম্ব হয় না!

রাজা—ভোটেশ্বর যদি অন্য কোন রাজ-সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবার স্থ[illegible] করিয়া থাকেন, [illegible] পাঠাইবেন?

যৌব—তাহাও কি হয়! তিনি আপনি [illegible] মুখে তোমাকে কন্যা-দানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়াও কি তোমাকে বঞ্চিত অন্য ব্যক্তিকে কন্যাদান করিতে পারেন? তাহা হইলে তাঁহার কলঙ্কের সীমা থাকি না, ও কোন ভূপতি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি না। অতএব, এসন্দেহ অমূলক; ভোট-রাজ অতি সুপ্রবীণ, তিনি এরূপ গর্হিত কর্ম্ম কখনই করিবেন না।

বান হইয়াও যে এরূপ কাতর হইলে কেন,
তাহার কিছুই বুঝিতেছি না। তুমি এক্ষণে
যেরূপ হইয়াছ, তাহাতে লোকে তোমাকে
উন্মত্ত ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারে না;
কিন্তু আমি তাহা কিরূপে বলিব। ইতি-
পূর্ব্বে তুমি সম্পূর্ণ জ্ঞানের কথা কহিতে-
ছিলে। যাহা হউক, আমার বাক্য শ্রবণ
কর। আর কাতর হইও না, কাতর হইলে
বিপদ ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। অত-
এব, স্থির হইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে
মুক্ত হইবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

প্রা — সখে, যদি রাজবালার কোন অশুভ
ঘটনা হইয়া থাকে, তবে তাহার আর কি
উপায় করিবে? পিতা মাতা কোন সঙ্কটে
পড়িয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহা
ব্যতীত সংবাদ না আসিবার কোন কারণ
নাই।

জীব — তুমি যাহা ভাবিতেছ, তাহা ঘটিবার
কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ চোর প্রভৃতি

নাই! আহা, আমি কাহার দোষ দিব। হে বিধাতঃ, সরল ও সদয়প্রকৃতির কি এই পুরস্কার দিলে? যাহা হউক, তুমি কৃপাময়, তুমি যাহা কর সে সমস্তই আমাদিগের মঙ্গলার্থে। তোমার অপূর্ব্ব লীলার কিছুই বুঝা যায় না। তোমার নিকটে বিপত্তি ও সম্পত্তি উভয়ই সমান; তুমি সকল হইতেই মঙ্গলোৎপাদিত করিতে পার।

রাজা—(সকাতরে) সখে, তুমি করুণস্বরে এত আক্ষেপ কেন করিতেছ? তোমার বাক্যে আমার হৃদয় ব্যাকুল হইতেছে! তুমি যে রূপ আক্ষেপ করিতেছ, তাহাতে বোধ হয়, সৌদামিনীর কোন শারীরিক অমঙ্গল ঘটিয়াছে। (যৌবনাশ্বের হস্ত ধরিয়া) হে মিত্র, তুমি আমার সৌদামিনীর প্রতি অনুরাগ বিলক্ষণ অবগত আছ। এ প্রকার সন্দেহ-জালে আবদ্ধ থাকা অপেক্ষা মরণ শ্রেয়, আমার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা অবশ্যই হইবে, কখনই খণ্ডিত হইবে না।

এরূপ ক্লেশ ভোগ করা অপেক্ষা অধিকতর যন্ত্রণা আর কিছুই নাই। অতএব যদি প্রেয়সীর কোন শারীরিক অমঙ্গলের সংবাদ পাইয়া থাক, তাহা ব্যক্ত করিয়া বল;—তাহাতে আমার এ বর্ত্তমান ক্লেশ হইতে আর কি অধিক ক্লেশ হইবে। বরং গোপন করিলে সন্দেহচিত্ত হইয়া আরো অধিক কষ্ট পাইব।

যৌব—(স্বগত) আহা, প্রণয়ের কি প্রভাব! ইহা লোককে একেবারেই অন্ধ ও বধির করে! (প্রকাশে) সখে তোমাকে দুষি না; অতিশয় কিছুই ভাল নহে; তুমি অতিশয় সরলস্বভাব বলিয়াই এ বিপদে পড়িয়াছ। সৌদামিনীর কোন সংবাদই আমি জানি না। রাজকন্যার দেহসম্বন্ধে কোন অশুভ ঘটিলে ভোটরাজ অবশ্য তোমাকে সমাচার লিখিতেন। অতএব তাহা নহে। সংবাদ না আসিবার কালাচাঁদই মূল। তাঁহার প্রতি এক্ষণে আমার সম্পূর্ণ অবিশ্বাস জন্মিয়াছে।

তেইতো এত কষ্ট পাইতেছ। ভ্রান্তি-তি-
মির তোমাকে এরূপ আচ্ছন্ন করিয়াছে, যে
এ পর্য্যন্তও তুমি তাহার ধূর্ত্ততা বুঝিতে
পার নাই।

রাজা।—তাঁহার কি অসদভিপ্রায় থাকিতে
পারে? তিনিতো আপনি যাইতে প্রস্তুত
ছিলেন না, এবং আমার নিকট হইতে অর্থ
লইতেও প্রথমত সম্মত হন নাই। কেবল
আমিই তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া এ কার্য্যে
প্রবর্ত্ত করিয়াছি, এবং ভাণ্ডার হইতে অর্থ
প্রদান করিয়াছি।

যোর।—রাজা! তুমি তাঁহাকে কি নিমিত্ত অর্থ প্র-
দান করিয়াছ? তিনি কি আপনি চাহিয়াছিলেন?

রাজ।—না, তিনি চাহিলেন কেন? আমি তাঁ-
হাকে যখন সত্বরে প্রাণেশ্বর সমীপে যাত্রা
করিতে কহিলাম, তখন তিনি বলিলেন, যে
অর্থাভাব প্রযুক্ত তিনি সত্বরে যাইতে পা-
রিবেন না, অর্থাশ্বরের সৈন্যাদি আইলে
যাইবেন। ইহাতে আমি তাঁহাকে মদীয়

যৌব—মিত্র, তোমার নিমিত্ত আমার বড় চিন্তা উপস্থিত হইল। (কিঞ্চিৎকাল অন্যমনে থাকিয়া) দেখি মন্ত্রী কি বলেন।

রাজা—কি চিন্তা উপস্থিত হইল?

(মন্ত্রী প্রবেশ ও প্রণাম করিয়া)

মন্ত্রী—আয়ুষ্মান! ভৃত্যকে কি অনুমতি হয়।

যৌব—তা জাননা তাহা এক্ষণেই জানিবে (মন্ত্রীর প্রতি) ভাল মন্ত্রী, কালাচাঁদ রায় ভাণ্ডার হইতে কত অর্থ লইয়া গিয়াছেন?

মন্ত্রী—মহাশয় সে কথা কি বলিব, ভাণ্ডার শূন্য প্রায় হইয়াছে। কি করি প্রভুর আজ্ঞা হেলন করিতে পারি না। তিনি দশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া গিয়াছেন।

যৌব—(রাজার প্রতি) কেমন এক্ষণে বুঝিলে? এত অর্থ কি রাজকন্যাকে লইয়া যাইতে আবশ্যক হয়? অর্দ্ধ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হইলেই যথেষ্ট।

রাজা—সত্য কহিয়াছ, অর্দ্ধ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হইলে রাজবালাকে সম্পূর্ণ সমারোহের

শরণাপন্ন হইয়া আত্মরক্ষার কোন উপায়ের চেষ্টায় আছে।

মন্ত্রী—মহারাজতো বিশেষ জানেন, যে রাজ-কন্যা আপনার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন।

রাজা—তাহা না জানিয়াই বা তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে স্বীকার পাইব কেন আমি বিশেষ না জানিয়াই কি এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছি তোমরা যে দেখি আমাকে নিতান্ত অজ্ঞান-বিবেচনা কর।

মন্ত্রী—মহারাজ, আমরা কি আপনাকে অজ্ঞান ভাবিতে পারি! তবে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, যে রাজকন্যার আপনার প্রতি অনুরাগ স্বয়ং দেখিয়াছেন, কি কালাচাঁদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছেন।

রাজা—কালাচাঁদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি এবং রাজকন্যার প্রণয়ের চিহ্নও পাইয়াছি

মন্ত্রী—মহারাজ চিহ্ন পাইয়াছেন কি রূপ?

সখীর মুখে তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলে এখানে আসিয়াছি।

মন্ত্রী—মহারাজ, তবে আপনি যাহা কহিয়াছেন তাহাই সত্য; কালাচাঁদ ধূর্ত্ত লোক এক্ষণে দেখিল যে আর রক্ষা নাই, তজ্জন্য সন্ধি করিতেছে। নচেৎ সে সহজে সন্ধি করিবার লোক নহে। রাজকন্যার চরণে স্তুতি মিনতি করিয়া আত্মরক্ষার কোন উপায় করিয়াছে, ইহার কোন সন্দেহ নাই।

রাজা—তাহা না হইলে আর কি কখন থাকিতে পারে? আপনাকে বাঁচাবার উপায় সে করিয়াছে।

মন্ত্রী—দেখা যাউক, এক্ষণে যৌবনাশ্ব কি [illegible] লইয়া আইসেন। তিনিতো অনেক ক্ষণ গিয়াছেন, বিলম্ব হইতেছে কেন?

রাজা—ওহে! দুরাচার কালাচাঁদতো তাঁহার প্রাণ সংহারের চেষ্টায় নাই? বিলম্ব দেখিয়া যে ভয় হয়।

মন্ত্রী—মহারাজ, তাহাও কি হইতে পারে।

রাজা—ইহা অবশ্য বলিতে পার; কাণ্ডজ্ঞান শূন্য না হইলে নিরুপায় হইয়াও অসম-সাহসিক কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে না। মন্ত্রী আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলিতে পার?

মন্ত্রী—মহারাজ আজ্ঞা করুন।

রাজা—বলি, ভোটেশ্বর লিখিয়াছিলেন যে তিনি শীঘ্র এস্থানে আসিবেন; তা এতদিন হইল, তথাচ আইলেন না কেন, কিছু জান?

মন্ত্রী—আজ্ঞা না, তাঁহার আর কোন সংবাদ আইসে নাই। কেন আইলেন না, কিছুই বলিতে পারি না; অনুমান করি, তাঁহার আয়োজনাদি করিয়া যাত্রা করিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তজ্জন্যই অদ্যাবধি আসিতে পারেন নাই।

রাজা—সে কি, আয়োজনাদি করিতে যদি দুই এক দিন বিলম্বই হইয়া থাকে, তথাপি তিনি এ স্থানে উপনীত হইতে পারিতেন।

মন্ত্রী—কিছু অধিক বিলম্বে যাত্রা করিয়া থাকি-

(দূত ও দ্বারবান প্রবেশ করিয়া প্রণাম)

রাজা—বার্ত্তাহর, কি সংবাদ ?

দূত—মহারাজ, কোটেশ্বর কাঞ্চন নগরে আসিয়াছেন এবং আপনাকে সংবাদ দিবার জন্যে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

রাজা—দূত, তোমার মুখে এ সংবাদ পাইয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি আমার প্রণাম কোটেশ্বরকে দিবে আর কহিবে, যে দুর্ব্বৃত্ত কালাচাঁদ এক্ষণে পরিত্রাণের কোন উপায় না পাইয়া সৌদামিনীর মতানুসারে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিয়াছে, এবং আমরাও তাহাতে সম্মত হইয়া সন্ধিপত্র সমাধা করণেচ্ছায় আমার এক জন পরম মিত্রকে কালাচাঁদের দুর্গে প্রেরণ করিয়াছি

দূত—যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি সত্বরেই কোটি রাজকে এই সমাচার দিব। (সপ্রণামে প্রস্থান

রাজা—মন্ত্রী, দেখ, তুমি ও আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল।

মন্ত্রী—আজ্ঞা হাঁ।

রাজা—কিন্তু মন্ত্রী, কিরীটি কি অদ্যই এস্থানে আসিতে পারিবেন? কাঞ্চন নগর এস্থান হইতে কত দূর হইবে।

মন্ত্রী—আজ্ঞে অদ্যই আসিবেন। কাঞ্চন নগর এস্থান হইতে তিন ক্রোশের অধিক নয়।

রাজা—বটে, তবে তো অদ্যই আসিবেন, তাহার সন্দেহ নাই, এক্ষণে কৌটিল্যকে আইলেন; দেখা যাউক, সখা যৌবনাশ্ব কি সমাচার লইয়া আসেন। তাঁহার এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

মন্ত্রী—মহারাজ, সন্ধিকার্য্যে বিলম্ব হইয়াই থাকে।

(পত্র হস্তে যৌবনাশ্বের প্রবেশ।)

রাজা—এই যে সখা বলিতে বলিতে উপস্থিত, এক্ষণে সমাচার কি বল?

যৌব—(পত্র দিয়া) সখে, অগ্রে সকল শ্রবণ কর, পরে পত্র পাঠ করিও।

রাজা—আচ্ছা তবে বল।

ধীর—তুমি যে আমাকে বালকের অধিক জ্ঞান করিলে! আমার কি জ্ঞান নাই?

প্রাণে—না হে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ধীর—কালাচাঁদ ধূর্ত্তের প্রধান, আমি তাঁহাকে বিশ্বাস করিব কেন!

প্রাণে—তবে এ লিপি কে দিল?

ধীর—তাহা শ্রবণ কর। আমি কালাচাঁদের প্রতি বাক্যে কহিলাম, যে আমি লিপি তোমার হস্ত হইতে লইয়া সৌদামিনী দিয়াছেন বলিয়া মহারাজকে কিরূপে প্রকাশ করিব সৌদামিনী স্বয়ং না দিলে লিপি তাঁহার নিকট গৃহীত হইতে পারে না। ইহাতে কালাচাঁদ কহিলেন "মহাশয়, যাহাতে প্রত্যয় হয় তাহাই করিব।" এই বলিয়া তিনি আমাকে সৌদামিনীর নিকটে লইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম তিনি এক অন্ধ-কারময় গৃহে উপবিষ্টা আছেন; এবং সে তাঁহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, তিনি একখান পত্র দেখিতেছেন। পরে কালাচাঁদ

হইয়াছি। আমি মনুষ্যের নিকটে থাকি-
বার যোগ্য নহি; কারণ এ অধমের দ্বারা
মনুষ্য-মণ্ডলীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের কিছুই কৃত
হয় নাই। আমার দুর্ব্বৃত্ত প্রবৃত্তি অপ-
কৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই জানে না; ইহা
ঈশ্বর-তত্ত্বালোকে অজ্ঞান-তিমিরাবৃত অ-
ন্তরকে সমুজ্জ্বল না করিয়া ভ্রমান্ধকারে আ-
চ্ছন্ন রহিয়াছে। আমি এপ্রকার ঘোরতর
অপরাধী যে আত্ম-মুক্তি সাধনার্থ ঈশ্বর-চ-
রণে আশ্রয় লইতে পারিনি সাহস করি না।
আমি যে অসামান্য অপরাধ করিয়াছি, তা-
হার গুরুত্ব আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি
এবং স্পষ্ট জানিতেছি যে আমার ক্ষমা
প্রার্থনা করা তদীয় বিরক্তি বৃদ্ধি করা মাত্র।
হায়! আমি মায়াবশে কি করিয়াছি! রে
দুর্বৃত্ত প্রবৃত্তি! তোর বশীভূত হইয়া আমার
কি না হইল? তোর কুপরামর্শে আমি ক-
ভোগ-সুখ-প্রয়াসী হইয়া পরম পবিত্র জ-
গৎস্রষ্টার করুণা বহির্ভূত হইয়াছি। হায়!

লোককে ভ্রমান্ধ করিয়া রাখে, সংসারের সহিত সংস্রব থাকিলেই রিপ্বাদির বশ হইয়া পরম তত্ত্ব বিস্মৃত হইতে হয়। অতএব, এ সংসার সম্বন্ধে নিবৃত্তিকে পাওয়াই জ্ঞানবানের কর্ম্ম। হে পিতঃ, অদ্যাবধি এ অধম তদীয় চরণাশ্রিত হইবার চেষ্টায় রহিল। হে অরণ্য, তুমিই এক্ষণে প্রিয় হইলে!—

(বেগে শিবির হইতে বহির্গমন ও যৌবনাশ্ব ও [illegible]স্ত্রীর পশ্চাৎ গমন।)

পঞ্চম অঙ্ক সম্পূর্ণ।

(মন্ত্রীর প্রবেশ ও কৃষ্ণহরির প্রস্থান।)

মন্ত্রী—এ কে হে, চূতমুখ যে, প্রণাম। (প্রণাম)

চূত—জয়স্তু. বলি মহারাজের না কি বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য হয়েছে?

মন্ত্রী—আর ভাই, সে কথা আর কি বলবো, বুদ্ধিবৈলক্ষণ্য হলেতো রক্ষে ছিল, একেবারে উন্মত্ত হইয়াছেন, জ্ঞানের বিন্দুও দেখা যায় না।

চূত—আঁ! হঠাৎ অমনতরো ক্যামন ক্যান হোলেন?

মন্ত্রী—সেই কালাচাঁদ সন্ন্যাসী তাড়াতেই এ সকল হইয়াছে।

দ্বারবান—প্রবেশ করিয়া (সপ্রণামে ও সসম্ভ্রম) খোদাবন্দ, মহারাজ আয়া।

মন্ত্রী—চূতমুখ, চল চল, আমরা অগ্রসর হইয়া আসি গে। (সকলের প্রস্থান ও কিঞ্চিৎপরে দলপতিসিংহ, বলভদ্র, বঙ্কেশ্বরের মন্ত্রী ও চূতমুখের প্রবেশ।)

দল—বঙ্কেশ্বর কোথায়? (সিংহাসনে উপবেশন

করিয়া) তোমরা উপবেশন কর। (সকলের উপবেশন)

মন্ত্রী—(সজল নয়নে) মহারাজ, বজ্রেশ্বর অবনীশ কন্যার প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

মদন—সে কি, সৌদামিনীর পত্র পাঠ করিয়া এরূপ হইবারতো কোন সম্ভাবনা নাই। তিনি কি একাকী প্রস্থান করিয়াছেন?

মন্ত্রী—আজ্ঞা না, রাজা সৌরমান ও অন্যান্য লোকেরাও তাঁহার সহিত গিয়াছেন। আমি কেবল আপনার আগমন প্রতীক্ষায় এস্থানে ছিলাম। এক্ষণে আমরা নিরুপায় হইয়াছি, যদি আপনি ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারেন, তবেই রক্ষা নাই।

মদন—ইহারতো কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। সৌদামিনী এরূপ কি লিখিতে পারে যে তাহাতে বজ্রেশ্বরের এত চিত্ত বিকার হইবে? সে পত্রে কি লেখা আছে, তাহা কোথায় গেল?

ধন—উঃ কি সর্ব্বনাশ! (সকাতরে) হা বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে কি এই লিখিয়াছিলে! পরমেশ্বর আমাকে শেষ দশায় এত দুঃখ দিলে! রে পাপীয়সী সৌদামিনি! তোকে কি এই জন্যে এত যত্নে পালন করিয়াছিলাম! তুই আমার কুল মান সকল নষ্ট করিলি! হায়, আমার নির্ম্মল-কুল-কমলে এ কীটের উৎপত্তি কি প্রকারে হইল!

বন—মহারাজ আপনি এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? উত্তম রূপে বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম্ম করাই উচিত নহে।

ধন—আর কি বিবেচনা করিব, আমার সকল নষ্ট হইল, হায়! ইহাতে আমার মরণ মঙ্গল ছিল।

বন—মহাশয়, অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে ও পত্র খান সৌদামিনীর কি না? উহা তো কুলাঙ্গার কালাচাঁদের কোন চাতুরীও হইতে পারে।

ধন—তার আর দেখিব কি? আমারতো পত্র

ধন— তা ভালইতো, যাও না।

শান্ত—যে আজ্ঞা, তবে চলিলাম। (প্রস্থান)

মন—মন্ত্রী দেখ, তোমার দুষ্টবুদ্ধি পুত্রেরই দ্বারা সৌদামিনীর এত দুঃখ হইয়াছে, এবং আমরাও এত কষ্টভোগ করিয়াছি।

মন্ত্রী—মহারাজ, ইহাতে আমি আর কি বলিব, সকল দোষই আমার। আমি যদি সেই দুর্বুদ্ধকে আপনার সম্মুখে না আনিতাম, তাহা হইলে এসম্বন্ধে কিছুই ঘটিত না। আমার পুত্র [illegible] আপনি [illegible] পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছিলেন। অবোধ বিশ্বাসঘাতক হইয়া যে কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাতে কেবল তাহার শিরশ্ছেদন করিলেও যথোচিত দণ্ড হয় না, তৎসঙ্গে তা[illegible] মারও শিরশ্ছেদন করা কর্ত্তব্য। কি [illegible] করিয়াছেন কথা কেহই জানিতে পারে না। আমি যদি সে দুষ্টের এই সকল অসদভিপ্রায়ের কিছু মাত্রও জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে আপনকার সম্মুখে দুরাত্মাকে কখনই আনিতাম না।